শৈলকুপায় স্কুল শিক্ষার্থীদের স্বপ্নের চিঠির বক্স উদ্বোধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় শিক্ষার্থীদের মনের কথা, স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রকাশের সুযোগ করে দিতে ‘স্বপ্নের চিঠির বক্স’ উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) সকালে উপজেলার ফুলহরি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ বক্সের উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী সেলিম রেজা। এ সময় জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফর রহমান, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লক্ষণ প্রসাদ সাহা এবং সার্ভিস অ্যান্ড ভিশন এডিফাই (সেভ)-এর নির্বাহী পরিচালক আয়শা সিদ্দীকাসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সেভের ‘এমপাওয়ারিং অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি মেম্বারস টু এন্ড চাইল্ড ম্যারেজ’ (গার্লপাওয়ার) প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের তিন শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

আয়োজকরা জানান, স্বপ্নের চিঠির বক্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের মনের কথা, জীবনের লক্ষ্য, প্রত্যাশা ও বিভিন্ন সমস্যার কথা চিঠির মাধ্যমে তুলে ধরতে পারবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ, সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি এবং নিজেদের স্বপ্ন পূরণে উৎসাহিত করা সম্ভব হবে।

তারা আরও জানান, প্রতি মাসে বক্স থেকে চিঠি সংগ্রহ করা হবে। চিঠিতে শিক্ষার্থীদের তুলে ধরা স্বপ্ন, প্রত্যাশা ও সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করে সেগুলো বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মতামত ও চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের সম্ভাবনা বিকাশে কাজ করা হবে বলে জানান আয়োজকরা।

ঝিনাইদহে দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে মহড়া

‘দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ি’ এ শ্লোগানে ঝিনাইদহে পালিত হয়েছে অগ্নিকান্ড ও ভূমিকম্প বিষয়ক মহড়া। মঙ্গলবার সকালে শহরের উজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে করা হয় অগ্নিকান্ড ও ভূমিকম্প বিষয়ক মহড়া।

এতে অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয়, উদ্ধার কার্যক্রম এবং হতাহতদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার কৌশল প্রদর্শন করা হয়।

মহড়ার মাধ্যমে দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত না হয়ে তাৎক্ষণিক করণীয় সম্পর্কে সচেতন করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী সেলিম রেজা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোসফেকুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিপা রানী সরকার, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখনসহ ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন।

ঝিনাইদহে উত্তম কৃষি চর্চা বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে উত্তম কৃষি চর্চা বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রপ প্রোটেকশন এসোসিয়েশন (বিসিপিএ) ঝিনাইদহ বিভাগীয় চ্যাপ্টারের আয়োজনে সোমবার দিনব্যাপি শহরের সৃজনী বাংলাদেশের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষনের উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ কামরুজ্জামান। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের

অতিরিক্ত উপপরিচালক শিকদার মোঃ মোহায়মেন আক্তার, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ মাসুদ রানা, ঝিনাইদহ বিসিপিএ চ্যাপ্টার কমিটির সভাপতি ও মিমপেক্স এগ্রোকেমিক্যালসের ডিভিশনাল সেলস ম্যানেজার দিপলুর রহমান। প্রধান প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ ক্রপ প্রোটেকশন এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাগক (গবেষণা ও উন্নয়ন) দেবাশীষ চট্টপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ঝিনাইদহ বিসিপিএ চ্যাপ্টার কমিটির সাধারন সম্পাদক ও গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড ডিভিশনাল সেলস ম্যানেজার মোঃ আব্দুল সায়াদ। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রশিক্ষনে ঝিনাইদহ জেলাসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলার মডেল কৃষকবৃন্দ। প্রশিক্ষন শেষে মডেল কৃষকদের মাঝে সনদপত্র বিতরন করা হয়।

মহেশপুর সীমান্তে কোটি টাকার স্বর্ণের বার উদ্ধার, আটক ১

ঝিনাইদহের মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)-এর অভিযানে ৫৭৪.৫১ গ্রাম ওজনের চারটি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় স্বর্ণ পাচারের অভিযোগে ব্যাটারিচালিত ভ্যানসহ সেলিম হোসেন (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

উদ্ধার করা স্বর্ণের সিজার মূল্য ১ কোটি ১ লাখ ৪৬ হাজার টাকা। স্বর্ণ, ভ্যান ও মাইকের মোট সিজার মূল্য ১ কোটি ১ লাখ ৯৭ হাজার টাকা।

সোমবার (১২ অক্টোবর) মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)-এর সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমানের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ১১ অক্টোবর রাত সাড়ে ১০টার দিকে মহেশপুর ব্যাটালিয়নের অধীন গয়েশপুর বিওপির সদস্যরা অভিযান চালান। সীমান্ত পিলার ৬৭-এমপি থেকে আনুমানিক এক কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার ৪ নম্বর সীমান্ত ইউনিয়নের গয়েশপুর গ্রামের যাত্রীছাউনির সামনে থেকে সেলিম হোসেনকে আটক করা হয়। তিনি চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার ধোপাখালী গ্রামের সদরপাড়ার বারব আলীর ছেলে।

এ সময় তাঁর ব্যাটারিচালিত ভ্যানের সামনে লাগানো সাদা রঙের ছোট মাইকের ব্যাটারি রাখার স্থান থেকে চারটি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা স্বর্ণের মোট ওজন ৫৭৪.৫১ গ্রাম। এর সিজার মূল্য ১ কোটি ১ লাখ ৪৬ হাজার টাকা। স্বর্ণের পাশাপাশি ব্যাটারিচালিত ভ্যান ও ছোট মাইকসহ জব্দ করা মালামালের মোট সিজার মূল্য ১ কোটি ১ লাখ ৯৭ হাজার টাকা।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, আটক সেলিম হোসেনকে ব্যাটারিচালিত ভ্যান ও মাইকসহ জীবননগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। উদ্ধার করা স্বর্ণ চুয়াডাঙ্গা জেলা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঝিনাইদহে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপন

“শিশুবিয়ে আর নয়, কন্যা করবে বিশ্বজয়” এই শ্লোগানে ঝিনাইদহে পালিত হয়েছে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস।

জেলা প্রশাসন ও মহিলা অধিদপ্তরের আয়োজনে সোমবার (১২ অক্টোবর) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে হয় আলোচনা সভা। এতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নারায়ণ চন্দ্র পাল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ বিল্লাল হোসেন, মহিলা অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক মুন্সী ফিরোজা সুলতানাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, কন্যাশিশুর নিরাপদ বেড়ে ওঠা, শিক্ষা নিশ্চিত করা

এবং বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহবান জানান। একইসাথে কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন।

ঝিনাইদহে বাল্যবিয়ে বন্ধে ড্রিম জার্নি অনুষ্ঠান

ঝিনাইদহে বাল্যবিয়ে বন্ধে ও কিশোরীদের ক্ষমতায়ন ও নাগরিক সমাজের সদস্যদের সচেতন করতে ড্রিম জার্নি অনুষ্ঠিত হয়েছে।সোমবার (১২ অক্টোবর) দুপুরে সদর উপজেলার হলিধানী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সার্ভিস এন্ড ভিশন এডিফাই (সেভ)। এমপাওয়ারিং অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি মেম্বারস টু এন্ড চাইল্ড ম্যারেজ (গার্লপাওয়ার) এর আওতায় এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিপা রানী সরকার, সিভিল সার্জন ডা: কামরুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার ইসফাকুল কবির সরকার, হলিধানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সেভ’র নির্বাহী পরিচালক আয়শা সিদ্দিকা আশা। অনুষ্ঠানে বাল্যবিয়ের কুফল, কিশোরীদের অধিকার, শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
আয়োজকরা জানান, কিশোরীদের নিজেদের স্বপ্ন পূরণে উৎসাহিত করা এবং বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে পরিবার ও সমাজের মানুষকে সচেতন করাই এ অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে কিশোরীদের শিক্ষা অব্যাহত রাখা, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি হবে বলে আশা করেন তারা।

শৈলকুপা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে ৬ পদ শূন্য, জনবল সংকটে সেবা কার্যক্রম ব্যাহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে জনবল সংকট দেখা দিয়েছে। মোট ১১টি পদের বিপরীতে কর্মরত রয়েছেন মাত্র ৫ জন। এর মধ্যে ৬টি পদই শূন্য রয়েছে। ফলে সীমিত জনবল দিয়ে উপজেলার প্রাণিসম্পদ চিকিৎসা,কৃত্রিম প্রজনন,রোগ প্রতিরোধ ও মাঠপর্যায়ের সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

তথ্য অনুযায়ী,শূন্য পদগুলোর মধ্যে রয়েছে ১জন ভেটেরিনারি সার্জন (ডিভিএস),৪জন উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সম্প্রসারণ) এবং ১জন উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (প্রাণী স্বাস্থ্য)। অর্থাৎ প্রাণিসম্পদ বিভাগের মাঠপর্যায়ের সেবার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ছয়টি পদে বর্তমানে কোনো জনবল নেই।

শৈলকুপা উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের আওতায় উপজেলার বিভিন্ন এলাকার গবাদিপশু ও পোলট্রি খামারিদের চিকিৎসা,টিকাদান,কৃত্রিম প্রজনন,রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাণিসম্পদ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিশেষ করে গবাদিপশুর রোগব্যাধি দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে হয় দপ্তরের কর্মকর্তাদের। কিন্তু ভেটেরিনারি সার্জনসহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদ শূন্য থাকায় নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনায় চাপ বাড়ছে কর্মকর্তাদের ওপর।

স্থানীয় খামারি খুশি খাতুন বলেন,’গবাদিপশু বা যেকোন প্রাণী অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসা পাওয়া জরুরি। কোনো প্রাণীর রোগ ছড়িয়ে পড়লে সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে খামারিদের বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। এ কারণে উপজেলা পর্যায়ে পর্যাপ্ত জনবল থাকা প্রয়োজন।

তিনি বলেন,শুধু দাপ্তরিক কার্যক্রম নয়,প্রাণিসম্পদ খাতের সঙ্গে কৃষক ও খামারিদের সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। তাই শৈলকুপা উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের ভেটেরিনারি সার্জন পদসহ শূন্য থাকা ৬টি পদ দ্রুত পূরণ করা হলে প্রাণিসম্পদ চিকিৎসা ও মাঠপর্যায়ের সেবার মান আরও বাড়বে।’

এ বিষয়ে শৈলকুপা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. রাসেল হোসেন বলেন,’আমাদের দপ্তরে প্রয়োজনের তুলনায় জনবল কম। বিশেষ করে ভেটেরিনারি সার্জন এবং উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কয়েকটি পদ শূন্য থাকায় সীমিত জনবল দিয়ে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। তারপরও আমরা উপজেলার খামারি ও সাধারণ মানুষের প্রাণিসম্পদ সেবা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। শূন্য পদগুলো পূরণ হলে সেবার পরিধি আরও বাড়ানো সম্ভব হবে।’

তিন মাস পর সাংবাদিকের মোটরসাইকেল চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ১

অবশেষে তিন মাস ১১ দিন পর ঝিনাইদহে সাংবাদিক রাজিব হাসানের মোটরসাইকেল চুরির ঘটনায় সবুজ হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে থানা ও গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। রোববার (১১ অক্টোবর) দুপুরে শহরের বাস টার্মিনাল এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার সবুজ হোসেন ঝিনাইদহ শহরের চুটুলিয়া গ্রামের গোলাপ হোসেন বিশ্বাসের ছেলে। পুলিশ জানিয়েছে, তার বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ সদর থানায় হত্যা, চুরি ও মাদকসংক্রান্ত মামলা রয়েছে।

ঝিনাইদহের ৭১টিভি ও দৈনিক আগামীর সময়-এর জেলা প্রতিনিধি সাংবাদিক রাজিব হাসানের পালসার মোটরসাইকেলটি গত ৩১ জুলাই শহরের আরাপপুর এলাকায় তার বাসার সামনে থেকে চুরি হয়। দিনের বেলায় মোটরসাইকেলটির তালা ভেঙে সেটি নিয়ে যায় চোরেরা। পরে সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে চোরকে শনাক্ত করা হলেও তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী সাংবাদিক রাজিব হাসান ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি চুরির মামলা করেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুজ্জামান জানান, মামলাটির তদন্তের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা সুকান্ত কর্মকার ও মারুফ হোসেনের নেতৃত্বে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল চোরকে শনাক্ত করতে কাজ শুরু করে। এ সময় বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। ঘটনার পর চোর এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

তিনি আরও জানান, রোববার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সবুজ হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সিসিটিভি ফুটেজের সঙ্গে গ্রেপ্তার ব্যক্তির মিল পাওয়া গেছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতের মাধ্যমে রিমান্ডের আবেদন করা হবে। তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে চুরির সঙ্গে জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তার ও মোটরসাইকেল উদ্ধারের আশা করছে পুলিশ।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মিয়া মোহাম্মদ আশিস বিন হাছান জানান, গ্রেপ্তার সবুজের বিরুদ্ধে আগেও তিনটি মামলা রয়েছে। হত্যা, চুরি ও মাদকসংক্রান্ত মামলায় তিনি কারাগারেও ছিলেন। জামিনে বের হয়ে আবারও অপরাধে জড়িয়ে পড়েন।

পুলিশ সুপার আরও বলেন, সংঘবদ্ধ মোটরসাইকেল চোর চক্রের এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত অন্য আসামিদের গ্রেপ্তার এবং চুরি হওয়া মোটরসাইকেল উদ্ধারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ঝিনাইদহে সুপারভাইজার ও তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ

ঝিনাইদহ জেলার সদর ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচীর সুপারভাইজার ও তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

শনিবার ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো নোমান হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর

উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ আব্দুল মজিদ, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক অসিত কুমার সাহা, হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রদীপ্ত রায় দীপন, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. কামাল আজাদ পান্নু।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন হরিণাকুণ্ডু উপজেলা সমাজসেবা অফিসার শিউলী রাণী, সদর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুল হাই সিদ্দিক। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার দীপা রানী সরকার ।

আলোচনা শেষে ঝিনাইদহ সদর ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলায় “ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি” এর সুপারভাইজার ও তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসক মো: নোমান হোসেন।

৬৫ বছর বয়সে ১৩৫ টি বিয়ে দিয়েছেন হরিণাকুণ্ডুর আলিয়ার ঘটক

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের বাসিন্দা আলিয়ার (৬৫)। উপজেলার সকল শ্রেণির মানুষের মুখে মুখে যার নাম আলিয়ার ঘটক।

দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে তিনি ঘটকালির পেশায় জড়িত। ভালোবেসে মানুষের হাত জোড়া লাগানোই তার কাজ। তার হাত ধরে শত শত যুবক-যুবতীর নতুন সংসার শুরু হয়েছে। এলাকা থেকে জেলা-উপজেলা ঘুরলে দেখা মেলে তার গড়া অনেক সুখের সংসার।

আলিয়ার ঘটক জানান আমি ৪০ বছর ধরে ঘটকালি করে ১৩৫ টি বিয়ে দিয়েছি। তিনি বলেন যে এলাকায় আমি মেয়ে বা ছেলে দেখতে যায়, সেখানে বিয়ে না দিয়ে মুখে খাবার তুলিনা।

শুধু ঘটকালি নয়, গত ৩৫ বছর ধরে ভবানীপুর পান বাজারে চালাচ্ছেন একটি ছোট হোটেল। টিনের চাল আর পাটকাঠির বেড়ায় ঘেরা সেই ঘরে নিজ হাতেই রান্না করেন তিনি। তার হাতের রান্নার ঘ্রাণে প্রতিদিন শত শত মানুষ ভিড় জমান সেই হোটেলে।

তাকে নিয়ে কারো কারো নেতিবাচক ধারণা থাকলেও, ভালোবাসার মানুষের সংখ্যাই বেশি। কারণ তার আছে এক বিশেষ গুণ। প্রতিদিন তার হোটেলে ফকির-মিসকিন ও অসহায় মানুষের পেটে খাবার জোটে। কেউ খালি হাতে ফেরেনা। অনেকেই মনে করেণ, আলিয়ার শুধু ঘটক নন, তিনি একজন মানবিক হৃদয়ের অধিকারী।